KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ১২৫, ডক্টর এম.সি. মল্লিক রোড কলকাতা- ৪৭
Collection : KLMLGK	Publisher : বিপ্লব নায়ক
Title : অ-বে অভিসার	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : (প্রস্তুতি সংখ্যা)	Year of Publication : জানুয়ারি ১৯৯৭
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : বিপ্লব নায়ক	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

প্র তি ষ্ঠা ন বি রো ধি তা র কা গ জ

মিনমিনে প্রতিবাদমাত্র নয়   প্রতিষ্ঠানবিরোধী সক্রিয়তা

অ - য়ে অজগর

অ - য়ে অ জ গ র

প্রস্তুতি সংখ্যা, জুলাই ৯৭

লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

বিপ্লব নায়ক

একটি প্রতিবাদ

একটি সক্রিয় প্রতিরোধ   প্রতিরোধের সক্রিয়তা

প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা শব্দটিকে মূলধন করে প্রাতিষ্ঠানিক ফায়দা লোটার বিরুদ্ধে
প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার নামে সুবিমল মিশ্রকে টার্গেট করে ব্যক্তি-কুৎসার বিরুদ্ধে

একজন লেখকের লেখা শুরু করার পর থেকে তিরিশটা বছর বেশ দীর্ঘ সময় লেখকের অবস্থান ও তাঁর চরিত্র নির্ধারণের নিরিখে। বিশেষ করে সেই লেখক যদি এমন কেউ হন যিনি তাঁর লেখা শুরু করেছেন লেখাকে প্রতিবাদের একটি মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে। বাংলায় আমরা এমন অনেক লেখককে জানি যাঁরা তিরিশ বছর পেরিয়ে তাঁদের শুরুর প্রতিবাদের জায়গাটাকে অর্থহীন বলে ' অর্থকরী ' লেখার কাজে মন দিয়েছেন অথবা সেই প্রতিবাদের গায়ে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিবিলাস আত্মপ্রতারণা আত্মরতির মেদ লাগিয়ে তাকে মধ্যবিত্ত ড্রইংরুমে সুবোধ পোষ্যের রূপ দিয়েছেন। প্রতিষ্ঠান এদের লেখাপত্তর ছেপে বাজারে বিকিয়ে লাভও করে। তিরিশ বছরের কালসীমার এই হজম করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু এই তিরিশ বছরের কালসীমার হজম করার ক্ষমতাও হজম করতে পারে নি, আরও বহু তিরিশ বছরও সম্ভবতঃ হজম করতে পারবে না, সেইরকম অন্ততঃ একটি উদাহরণ কিন্তু এই বাংলা সাহিত্যেই আমরা পেয়েছি — সুবিমল মিশ্রের তিরিশ বছর ধরে লেখালেখি। লেখার মধ্যে প্রতিবাদের মাত্রাটিকে সবসময় জীবিত ও স্থিতাবস্থার পক্ষে বিপজ্জনক করে তোলার নিরন্তর প্রয়াস, প্রতিষ্ঠানবিরোধিতাকে 'ব্যবহার করে' প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার প্রথাকে সচেতনভাবে এড়িয়ে নিরন্তর প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার পথ তৈরীর চেষ্টা, বাংলায় যারা লেখালেখিকে শুধুমাত্র অর্থকরী বা খ্যাতি উৎপাদনকারী কোনও কাজ হিসাবে দেখে না, সামাজিক মানুষ হিসাবে সমাজের নানা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিজেদের নিরন্তর প্রতিবাদের একটি মাধ্যম হিসাবে দেখতে চায়, তাদের কাছে সুবিমল মিশ্রের তিরিশটা বছর একটি সদর্থক উদাহরণ যা অনুপ্রাণিত করে, শিক্ষিত সতর্ক করে, বুকে দম জোগায়।

তিরিশ বছর ধরে তিনি একটি শব্দও কোন বড় পত্রিকা বা বাজারী পত্রিকায় লেখেন নি। তাঁর অধিকাংশ লেখার প্রকাশক তিনি নিজেই, নিজে লিখে বই ছাপিয়ে নিজেই বিক্রি করেন। কলেজস্ট্রিটের প্রখ্যাত বইয়ের দোকানগুলোতে তাঁর বই পাওয়া যায়না, তাঁর বই সহজলভ্য নয়, সর্বত্র লভ্য নয়। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার এক প্যারালাল প্রকাশন ব্যবস্থা তিনি একার চেষ্টায় তৈরী করেছেন। তাঁর বইয়ের বিজ্ঞাপন হয়না, 'রিভিউ' হয়না। বইমেলায় লিটিল ম্যাগাজিনের ছাতার তলায় টেবিলের ওপর বই সাজিয়ে এখনও তিনি নিজেই নিজের বই পাঠকের কাছে নিয়ে যান।

তাঁর লেখালেখির মধ্যে থেকেছে একটি পরিকল্পিত সঞ্চারপথ 'প্লানড ভায়োলেন্স'-এর, 'ঠিকযে অর্থে ক্রফো তা বলেছিলেন'। ' আমি জানি এখন থেকে সাহিত্যের যে-দিকেই হাত বাড়াই না কেন আমাকে থাকতে হবে চরম দুর্বিনীত' — এ যেন সুবিমল মিশ্রের নিজেরই কথা হয়ে ওঠে। তাঁর আক্রমণ সমাজের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে, পণ্যমানসিকতার বিরুদ্ধে, মধ্যবিত্ত নিরাপত্তাকাঙ্খার বিরুদ্ধে, ভাষা-সংস্কারের বিরুদ্ধে, এবং শেষ অবধি নিজের বিরুদ্ধেও। তাঁর লেখালেখি কোনও স্থির স্থবির অবস্থানকে বরদাস্ত করতে চায় নি, নিজের মধ্যে চারিয়ে দিতে চেয়েছে এক সদা-জঙ্গমতাকে আর এভাবে ছুঁতে চেয়েছে সমাজের মধ্যকার জঙ্গমতার সম্ভাবনা ও গতিকে।

সুবিমল মিশ্রকে আক্রমণও কম হয়নি। 'বাজারী সাহিত্যের প্রতিষ্ঠানেরা' এই আক্রমণ চালাচ্ছে ক্রমাগত উপেক্ষার মধ্য দিয়ে। তাদের রবিবাসরীয় (লাখ দুয়েক?) 'সাহিত্যে' তারা ঢাক পেটায় তাদের ভাড়া করা বাজারের ফরমায়েশী লেখকদের। বেস্ট সেলার, হরেক রকমের পুরস্কার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ঘোষণা করতে থাকে তারাই সর্বোত্তম ও 'বাংলা সাহিত্যের শেষ কথা।' পুরোটা যারা বাজারী ছকে পড়ে না তাদের মাইনে করা চাকর বানিয়ে 'ফিচার' লেখায় বা তাদের গৌণ কোন লেখাকে পুরস্কার দিয়ে তাদের এঁটো করে দেয়। আর সুবিমল মিশ্রের নামটাও উচ্চারিত হয় না, তাঁকে নিয়ে কোন আলোচনা বা তাঁর বইয়ের কোন রিভিউ তো দূরের কথা। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমীর 'লিটল ম্যাগাজিন' বিষয়ক আলোচনাসভায় আমন্ত্রিত হয়ে বাজারী মশলা-রচয়িতা দিব্যেন্দু পালিত লিটল ম্যাগাজিনকে নানারকম গালমন্দ করেন, অথচ সেখানে আমন্ত্রিতই হন না সুবিমল মিশ্র, লিটল ম্যাগাজিনের লেখক বলতে প্রথমেই যাঁর নামটা উঠে আসে, বিগত ৩০ বছর ধরে যিনি শুধুমাত্র লিটল ম্যাগেই লিখে আসছেন। তবে এ সবই হয়তো কাঁটার মুকুট, তাঁকে নিশ্চিহ্ন করার প্রতিষ্ঠানিক চেষ্টা যেন তাঁকে আরও চিহ্নিত করে দিল অনন্যসাধারণ হিসাবে। এর প্রমাণ লাইব্রেরী তাঁর বই কেনে না, কিন্তু ব্যক্তি পাঠকেরা সংখ্যায় অল্প হলেও, তাঁর প্রত্যেকটি বই, বাজারী বিপণনের সুলভতা না থাকা সত্ত্বেও, জোগাড় করে, সংগ্রহে রাখে। আরও প্রমাণ এই যে তাঁর লেখালেখির সঙ্গে তাঁর পাঠকদের সম্পর্ক কোনও ভোগ-তৃপ্ত নিরুত্তাপ মনস্কতার দ্বারা চিহ্নিত নয়, তা চিহ্নিত বিতর্ক-সমালোচনা, বিরোধিতা-সমর্থনের তীব্রতায়।

তিরিশ বছরের এই বিরামহীন অভিযাত্রার, একটি হাত পাথরখন্ডকে ঠেলে চড়াই বেয়ে তোলে ক্লান্তিহীন আর প্রতিবার গড়িয়ে নামার সময় তা হাতটাকে থেঁতলে দেয়, সিসিফাস কথা, তার সম্পূর্ণ শব্দবাহিত পরিচয় হয়তো বা অসম্ভবই, এই সংগ্রাম এই অভিযাত্রার অংশ না হয়ে উঠলে হয়তো তিরিশ বছর ব্যাপী হৃদপিন্ড ও মগজের সিসিফাস-রূপকে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়।

পাঠক হিসাবে প্রথমতঃ এই নিরন্তর সংগ্রামটিকে অভিবাদন জানাতে হয়। প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা — তিরিশ বছর আগে যা ছিলো অবিকশিত একটি তত্ত্ব এবং সাহিত্যক্ষেত্রে তার বিচ্ছিন্ন কিছু উপাদান চোখে পড়তো— তিরিশ বছরের এই সংগ্রাম তত্ত্বে ও প্রয়োগে তার একটি সংহত রূপকে যে বিকশিত করেছে তা মেনে নিতেই হয়, যদিবা ধরা যায় যে তার সম্পূর্ণ মূল্যায়ন অন্যভাবে হওয়ার বিষয়, এই সংগ্রামের ধারার বিকাশের মধ্য দিয়ে হওয়ার বিষয়।

নিঃসন্দেহে এই বিকাশ হয়তো অবশ্যম্ভাবী করে তুলবে সুবিমল মিশ্রের কিছু কিছু বিরোধিতা এবং তা যে সুবিমল মিশ্র নিজেও জানেন তা তাঁর 'শ্রেষ্ঠ গল্প'-এর উৎসর্গ-ই বলে দেয়। (শ্রেষ্ঠ গল্পের উৎসর্গপত্র ঃ 'আগামী প্রজন্মের প্রতিষ্ঠানবিরোধী লেখকদের/যাঁরা আমার এই সব, এই সমস্ত কিছু / বাতিল করে দেবার স্পর্ধা রাখেন...') এই বিরোধিতা স্রোতের মধ্যকার এগোনোর তাগিদেই আসবে এবং তাই তা সুস্থও। এই বিরোধিতা সবসময়ই কাম্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে তেমন বিরোধিতা এখনও অবধি আমরা দেখতে পাই নি, বরং বিগত কিছু সময় ধরে বিরোধিতার নাম করে এক ধরনের কুৎসা, অর্ধসত্য, মিথ্যা ও ব্যক্তিগত আক্রমণকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। তা যেমন অন্তঃসারশূন্য তেমনই কদর্য। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য থেকেই এই লেখা। বিগত দিনগুলোতে যে ধরনের ঘটনা নজরে এসেছে তার কয়েকটি ঃ

ঘটনা — ১

দক্ষিণ কলকাতার এক ' ঠেক ' থেকে একসঙ্গে তিনটে পত্রিকা বার হয় — স্বামী-স্ত্রী দুজনের নামে দুটি আর একটা সাপ্তাহিক। সাপ্তাহিকীটির একটি সংখ্যায় (গ্রাফিত্তি — ১ জুন-৯৬) সাহিত্য-সমালোচনার নামে সুবিমল মিশ্র-র প্রতি এই ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে , ' অনেকবাঁটকো দেঁড়েল আমাদের ঠেক নিয়ে গুসুসাও করেছেন বহোৎ , তাদের ধরে দাঁড়ি কামিয়ে দেওয়ার জন্য গ্রাফিত্তি ঠিক সময় মতো আমন্ত্রণ লিপি পৌঁছে দেবে জনে জনে .... আমার খুব ইচ্ছা করছিল বলতে তোমরা কি ছিঁড়েছো হে। এ ন্যাকাবোকা লেখাপত্রের থেকে স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে প্যান্ট নামিয়ে যদি বালটাও ছিঁড়তে পারতো তো ক্ষমতা বুঝতাম। কোনটা প্রাতিষ্ঠানিক কোনটা নয় সেটা কাজ দেখে টের পাও। পারবে না তো বাল ছিঁড়তে, উঠে পড়েছে ভোর থাকতে করে তো কোন লাভ নেই আর ওসব আতুপুতু চিৎকার প্রচুর শুনেছি এসব অশিক্ষিত, মাগিবাজ, ঢ্যামনা, গায়েগতরে মালগুলো ঠ্যাং চেপে ধরলে সব বাকতাল্লা থেমে যাবে।' এগুলো লেখা হয়েছে কিন্তু সুবিমল মিশ্রের নাম উল্লেখ করে নয়, ' বাঁটকো দেঁড়েল ' এই বিশেষণটি বার বার ও কৌশলে ব্যবহার করে। এঁরা বলতে পারেন এসব কথা সুবিমল মিশ্রকে বলা হয়নি, 'বাঁটকো দেঁড়েল' কি সুবিমল মিশ্র একাই আছেন? তা হলে কার উদ্দেশ্যে এসব লেখা—তাঁর নামটা উচ্চারণ করার সাহস এঁরা দেখাতে পারলেন না কেন?

ঘটনা — ২

এই সাপ্তাহিকী ৭ই ডিসেম্বর ১৯৯৬ সংখ্যায় 'রাজা নির্বাচন করুন' নামে এক বিচিত্র রসিকতা তৈরী করে যা সুবিমল মিশ্রর লেখা নয় তা সুবিমল মিশ্র-র নামে চালিয়ে দিয়েছে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে। এই কুৎসার উৎস একটি বাক্য, 'In every sense Subimal Misra is the one and only antiestablishment writer in the Bengali literature,' বাক্যটি তাঁর ইংরাজীতে অনূদিত গল্পসংকলন CALCUTTA DATE-LINE AND - এর ফোর্থ কভারে আছে। এটি এই বইয়ের গল্পগুলির অনুবাদক ও ভূমিকা লেখক Nero Mukherjee -র (কবি ও লেখক শ্রীধর মুখোপাধ্যায়-এর ছদ্মনাম) লেখা। যা সুবিমল মিশ্রর পরিচয় দিতে গিয়ে ইংরাজী বইয়ের রীতি অনুযায়ী বইটির ব্যাক কভারের জন্য তৈরী করে দিয়েছিলেন। বাক্যটিকে চালানোর চেষ্টা হয়েছে সুবিমল মিশ্রর নিজেরই লেখা হিসেবে, তিনি যেন নিজেই নিজের পিছনে ' one and only antiestablishment writer ' কথাটি লিখে বসিয়ে দিয়েছেন। উপরোক্ত বাক্যটি উদ্ধৃত করার পর তথ্যসূত্র হিসেবে ঐ পত্রিকায় লেখা হয়েছে ' Calcutta Date-line and Subimal Misra Underground ' এই শব্দগুলি, যেখানে রয়েছে তথ্যবিকৃত করার উদ্দেশ্যমূলক এক ইন প্রচেষ্টা, আসল সত্যটি, তথ্যটি ' Translated and edited by Nero Mukherjee ' কথাটির কোন উল্লেখ নেই, বরং তা চেপে যাওয়া হয়েছে। আর এই সূত্রে বর্ষিত হয়েছে কুৎসিত সব মন্তব্য। গ্রাফিত্তি-র ঠেকবাজটি যদি পরিষ্কার বলতেন সুবিমল মিশ্র সম্বন্ধে এই কথাগুলি আমরা মানিনা তা হলে কিছু বলার ছিল না, তাঁদের ভিন্ন মত পোষণ করার অবশ্যই অধিকার আছে — কিন্তু তাঁরা সত্য বিকৃত করে Nero Mukherjee -র লেখাটি সুবিমলের নিজের লেখা হিসেবে চালাতে গেলেন কেন? যাঁরা কথায় কথায় নিজেদের সাচ্চা প্রতিষ্ঠান বিরোধী বলে দাবী করেন এই কি তাঁদের প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার নমুনা? এইভাবে সত্য বিকৃত করে, অর্ধ-সত্য প্রচার করে কতদিন আর সুবিমল মিশ্রর চরিত্র হনন করে যাবে এঁরা? সুবিমল মিশ্র সচরাচর এসব ব্যাপারে আদৌ মুখ খোলেন না, গায়ে মাখেন না কোন কুৎসা বা প্রশংসা, এটাই ওদের বাঁচোয়া। সপ্তাহে সপ্তাহে উত্তর দেওয়ার মত সুবিমলের কোন ' সাপ্তাহিক 'ও নেই। কিন্তু আমরা, নব্বই-এর দশকের শেষপাদের লেখকেরা, কারোর কুৎসা করতে চাইনা, কিন্তু এইসব হীন প্রচেষ্টার প্রতিবাদ করি। সুবিমলের বিরুদ্ধে কুৎসাকে আমরা আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা বলে মনে করি। প্রতিবাদ কাউকে না কাউকে তো করতেই হয়। প্রতিবাদ প্রতিটি action-এর reaction হিসেবে উঠে আসে।

শ্রীধর মুখোপাধ্যায়-এর নিজের হাতে লেখা কপিটি আমরা সবাই দেখেছি এবং প্রয়োজনে এ সম্বন্ধে যে-কোন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে রাজী আছি। ঐ ইংরাজী বাক্যটি সুবিমলের নিজের লেখা এটা কি গ্রাফিত্তির

ঠেকবাজটি প্রমাণ করতে পারবেন? চ্যালেঞ্জ রইল যদি প্রমাণ করতে পারেন তা হলে আমরা আমাদের লেখালেখি ছেড়ে দেবো। একথা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করছি। আর না করতে পারলে ওদের ওইসব লেখালেখি, প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা-নামক ধান্দাবাজী কি ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়? পাঠক আপনারা সাক্ষী থাকুন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, শ্রীধর মুখোপাধ্যায় সুবিমল মিশ্র সম্পর্কে এইধরনের কথা অনেকবার বলেছেন, এটি তাঁর হঠাৎ করে লিখে ফেলা কোন বাক্য নয়, এক জায়গায় তিনি ঋত্বিক ঘটকের পরেই স্থান দিয়েছেন সুবিমলকে। বাক্যগুলি এইরকম —

"সুবিমলদা, নিজেকে পেরিয়ে যেতে পারা সবচেয়ে কষ্টকর। আপনি আবারো পারলেন। আবারো। আপনিই। 'হাড়মড়মড়ি' আমাকে আরো একবার বোঝালো সুবিমলকে সঠিক বুঝে উঠেছি এটা ভাবা চরম মূর্খতা। তবে এ মূর্খতা আমার কাছে— যে সুবিমলকে ঋত্বিকের পরে পরেই রাখে— এক অনৈতিক অপার আনন্দ। ... ঠিকই টেক্‌নিক, ফর্ম, ভাষাই একরকমের, ভাষাকে সমৃদ্ধ করার অস্ত্র শুধু নয়। আর এত সাহস, এরকম বাড়াবাড়ি রকমের মৌলিকত্ব, পরিবেশনায় নতুনত্ব— না সুবিমলদা, বলতেই হবে শুধুমাত্র চেষ্টা করে অর্জন করা অসম্ভব।" (Sun and Murderer - পৃ: ২১৩)

অন্যত্র সুবিমল মিশ্র সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

"বাংলা সাহিত্যের অর্থহীন, মসৃণ, ক্লান্তিকর, নির্বির্য প্রতিষ্ঠানমুখী ও গোধূলি গন্ধময় পরিবেশে সুবিমল মিশ্র এক জ্বলন্ত প্রতিবাদ। প্রতিষ্ঠানবিরোধী সাহিত্যের যে ক্ষীণধারা বাংলা সাহিত্যে বহমান তার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক সুবিমল। সমগ্র অর্থে প্রতিষ্ঠানবিরোধী বলতে যা বোঝায় সুবিমল তাই।"(Sun and Murderer, পৃ.৪৯)

" কাফকার ' মেটামরফসিস ' আমার মতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ছোট গল্প। আর ' হারাণমাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া বা সোনার গান্ধীমূর্তি ' অবশ্যই আমার পড়া শ্রেষ্ঠ কয়েকটি ছোটগল্পের একটি। কাফকার 'মেটামরফসিস'-এর পাশে আমি গর্বিত ভাবেই রাখব 'হারাণমাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া'কে।" (ঐ পৃষ্ঠা-৬৩)

" Unofficially he is the leader of that portion of the Bengali intelligentsia which fights against the onslaught of the half-literate, cosmetic-plastered establishment. In the contemporary Bengali literature he symbolises fight, protest and honesty."
-Calcutta Dateline And এর ভূমিকা।

শুধু শ্রীধর মুখোপাধ্যায় নয়, সাম্প্রতিক একটি সর্বভারতীয় পত্রিকা (GENTLEMAN, APRIL '96) -তেও সুবিমল মিশ্র সম্বন্ধে লেখা হয়েছে এইসব কথা : " An iconoclast in his own way, Subimal Mishra is the living example of a committed writer. .....while many early rebels dwindled in front of money and success, Subimal for the last 30 years represents a vanguard of the literary movement as opposed to the mainstream. ....In Bengal he can be regarded as the father of the experimental novel–in its widest range."

এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট করে উল্লেখ রাখি যে, Nero Mukherjee-র ' Calcutta Dateline And '-এর ব্যাককভারে ব্যবহৃত বাক্যটির মধ্যে কোন অত্যুক্তি আছে বলে আমরা মনে করিনা, **'প্রতিবাদী লেখক'** কয়েকজন আছেন আমাদের মধ্যে, তবে সুবিমল মিশ্রকেই আমরা এখন পর্যন্ত একমাত্র **'প্রতিষ্ঠানবিরোধী লেখক'** বলে মনে করি, তাঁর ৩০ বছরের লেখালেখির জীবনে তা পরীক্ষিত সত্য হিসেবে উঠে এসেছে। এই ধরনের কথা বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানবিরোধী লেখক সেলিম মোরশেদও 'প্রতিশিল্প' পত্রিকায় একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন। অন্য কেউ দাবী করলেও করতে পারেন কিন্তু কাউকে ছোট না করেই বলছি এখনো পর্যন্ত আর কারোর জীবনে এই বিশেষণটি পরীক্ষিত সত্য হিসেবে উঠে আসেনি। কে কে আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানে লেখার আমন্ত্রণ-পত্র সগর্বে প্রত্যাখ্যান করেছেন? রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত'র নাটক চাওয়াকে প্রত্যাখ্যান থেকে শুরু করে টিভি-রেডিও'র আমন্ত্রণকে দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছেন কে কে? আর ক কে প্রতিষ্ঠানবিরোধী সচেতনতায় লিখতে পারেন সেই সব লেখা যা প্রতিষ্ঠান তো দূরের কথা লিটল ম্যাগাজিনও ছাপতে ভয় পায়? জানি এসব আসল কথা নয়, লেখালেখিই বড় কথা, লেখার চরিত্র; তবু প্রসঙ্গ উঠলে এসব কথা তো বলতে হয়ই। এটা শুধু আমাদের কথা নয়, কোন গা-জোয়ারী-র সূত্রে কথাটা নিয়ে আমরা গোঁ ধরে থাকছি না, আলোচনা করে দেখেছি, যাঁরা প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার স্বরূপ বোঝেন জীবনব্যাপী সুবিমলের লেখালেখির খবর রাখেন এটি তাদের কথাও।

ঘটনা — ৩

বাংলাদেশের (কুমিল্লার) একটি পত্রিকা, এ বাংলায় প্রায় প্রতিটি লিটল ম্যাগাজিনের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, বেশ ভেবে চিন্তে, প্ল্যান করে, যার সঙ্গে কলকাতার একটা গোপন লেনদেন আছে বলে কেউ কেউ আন্দাজ করছেন। কাগজটিতে তমুল খিস্তি করা হয়েছে সুবিমলের নামে, তাঁর সাক্ষাৎকার-গুলি থেকে খুব মিস-গাইডিং উদ্ধৃতি দিয়ে (যা প্রকারান্তরে চালানো হয়েছে তাঁর মৌলিক প্রবন্ধের অংশ বলে, তথ্যবিকৃত করে, উদ্ধৃতির উৎস উল্লেখ না করে, যা প্রকৃতপক্ষে তাঁর দেওয়া সাক্ষাৎকারের উত্তর মাত্র) যার মূল উদ্দেশ্য 'প্রতিষ্ঠান বিরোধিরা সুবিমল হল্লা বন্ধ করুন', ওঁর ওপরে সংখ্যা করতে যাওয়া বন্ধ করুন। তথ্য এই যে বাংলাদেশের একটি কাগজ (দ্রষ্টব্য) সুবিমলের ওপর একটি সংখ্যা করবার উদ্যোগ নিয়েছিল — তাই এদের এত রাগ, চরিত্রহননের চেষ্টা। যে কোন প্রকারে কাজটি বন্ধ করতে চাইছে এরা আর লোক-পরম্পরায় সংবাদ, ষড়যন্ত্র অনেকদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে। পাতা দেড়েকের এই আলোচনাটির লেখক ' অনৃত অন্বয় ' যা একটা ছদ্মনাম মাত্র, স্বনামে কোনকিছু লেখার মত পিতৃপরিচয় এদের নেই, বুকের পাটাও নেই। যাদের এখনো বানান জ্ঞান রপ্ত হয়নি (সুবিমল বানান ' সুবি মল ' লেখে), যারা শুদ্ধ করে বাংলা লিখতে পারে না, দেড়-পাতায় সুবিমল সমালোচনা শেষ করে দিল, যে ভাষা খেউড়ের ভাষা হতে পারে, সুবিমল সমালোচনার ভাষা নয়। বাজারে জোর গুজব এই যে আলোচনাটি সম্ভবতঃ কলকাতা থেকে লিখে পাঠানো হয়েছে, লেন-দেন এর ভিত্তিতে। কারণ এখানে এমন কিছু শব্দ আছে যা কলকাতার সংস্কৃতি-জগতের সঙ্গে জড়িয়ে না থাকলে ব্যবহার করা শক্ত। আর পত্রিকাটিও সম্ভবতঃ দক্ষিণ কলকাতার একটি সুবিমল-কুৎসাকারী ঠেক থেকে সুবিমলকে যাঁরা মান্য করেন বেছে বেছে তাঁদের কাছে পাঠানো হয়েছে। পত্রিকাটি একমাত্র সুবিমল মিশ্র পাননি, অথচ তাঁর স্ত্রীর কর্মস্থলে বেয়ারিং ডাকে তা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটুকুই শুধু নয়, এদের তো লোকবলের অভাব নেই — পত্রিকা থাকলেই ধন্দে ধন্দে লেখক-কবি জুটে যায় — লেখাটির বেশ কয়েক শ জেরকস কপি করিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন জন সেগুলি নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে — দেখুন দেখুন সুবিমলের বিরুদ্ধে কি সব লেখা হয়েছে বাংলাদেশে।

ঘটনা — ৪

সবাই জানেন বাংলাদেশে সুবিমল মিশ্রর একটি পাঠক গোষ্ঠী আছে। যতদূর আন্দাজ পেয়েছি এখানকার কোন একটি মহল থেকে (এখনও স্পষ্ট করে জানা যায়নি) তাদের কাছে বেনামীতে চিঠি গেছে যে সুবিমল মিশ্র এখানে বিজেপি করেন। তিনি একজন বিজেপি লিডার। আর প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা টিরোধিতা এসব তাঁর ছদ্মবেশ। তিনি 'আজকাল' নামক দৈনিকটির পূজাবার্ষিকীতে উপন্যাস জমা দিয়েছিলেন। লেখাটি এতটা নিম্নমানের ছিল যে তা ছাপা হয়নি। ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব কথার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না আমরা। নির্লজ্জতারও একটা সীমা থাকা উচিত।

না, এইভাবে একটার পর একটা ঘটনা উল্লেখ করে দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই, এমন দৃষ্টান্ত অজস্র না হলেও অনেক দেওয়া যায়, যেখানে এরা প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার নামে পরিকল্পিতভাবে সুবিমল বিরোধিতা করে যাচ্ছে। সুবিমল মিশ্রই এদের মূল টার্গেট।

অভিজ্ঞতায় জানি শাপলাকে বাড়তে দিলে তা গোটা পুকুরটাকেই ঢেকে ফেলে। তাই আগাছা নির্মূল হোক এই চাওয়াটাই যথেষ্ট নয়, তার জন্য হাত লাগানোও জরুরী। পাঠক হিসাবে এই 'সক্রিয় প্রতিবাদের' দায়িত্ব থেকেই এই প্রতিবেদন, যা মিনমিনে প্রতিবাদ মাত্র নয়, সক্রিয় বিরোধিতাও। তার বাড়াবাড়ির দিকটি সম্পর্কে আমরা সচেতন, কিন্তু সক্রিয়তার জন্য এটা আমাদের করতেই হয়। আসলে ঠেক-বাজরা

প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার নাম করে একটা 'দলপাকাতে' চাইছে, প্রতিষ্ঠিত রাজনীতির কালোবাজারীদের ঢঙে। নিজেদের দলের হলে তাদের কাছে সব ভালো, সে মহত্তর, আর দলের না হলে তার সব কাজ বাজে। দলপাকানোর উদ্দেশ্যই হচ্ছে দলের বাইরের সবাইকে মিথ্যা-কুৎসা দিয়ে তাদের চরিত্র হনন করা, অপর পক্ষে দলের জন্য 'মাইলেজ' তোলা।। (সুবিমল মিশ্র বলেন, প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার প্রত্যয় **'একত্র হওয়া'** আর **'দল পাকানো'** এক জিনিস নয়। প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার মধ্যে প্রত্যেকের নিজস্ব স্বাধীনতা ১০০ ভাগই বজায় থাকে, এমনকি প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতাও। মূল প্রত্যয়ে স্থির থেকে নিজেদের মধ্যে ভিন্ন মত পোষণ করাও যায়। 'দল' সবাইকে স্টিমরোলারে চেপে এক লেবেলে আনতে চায়, দলের কথাই সেখানে সবার কথা, কারোর ভিন্নমত ভিন্নভাবনা পোষণ করার অবকাশ থাকে না।) প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা বলতে এরা একটা 'লেবেল'কে বোঝে, প্রতিষ্ঠান কি, তার বিরোধিতার বহুমুখী বহুস্তর পরম্পরাগুলি, রূপগুলি কি ও কেমন — এর কোন আলোচনা এদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় শুধু লেবেল-আঁটা আস্ফালন ও আত্মসর্বস্ব (দলসর্বস্ব) চিৎকার। প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা যে একটি 'সক্রিয় নান্দনিক প্রত্যয়' তা যে 'লড়াইয়ের অনেকগুলো পথের একটি পথ' এরা বোঝে বলে মনে হয় না, বোঝার যোগ্যতা আছে কিনা তা নিয়েও সংশয় আছে। প্রকৃত প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা **আমদানী করা** পশ্চিমী কোন সৌখিন বিরোধিতা বলে আমরা মনে করিনা, কোন বিদেশী ধারাকে ফ্যাসন-সদৃশ আত্মস্থ করাও তা নয় (যেটা হয়ে পড়েছিল হাংরী-দের বেলায়), তা নিজের সমাজ, নিজের সময়, নিজস্ব বাস্তবতাকে খুঁড়তে খুঁড়তে গড়ে তুলতে থাকা এক অভিনব প্রত্যয়—আধিপত্যবাদী প্রতিটি শক্তির বিরোধিতার পথ। আর এই পথ সুবিমল মিশ্রর অনুসন্ধানের ধারায় আমাদেরও অনুসন্ধানের পথ।

এখন কিছু প্রশ্নের স্পষ্ট জবাবে আসি। আমাদের লেখা পড়তে পড়তে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে, এরা এসব করছে কেন। এতলোক থাকতে সুবিমল মিশ্রকেই বা টার্গেট করছে কোন উদ্দেশ্যে।

এদের কাজকর্মে ২টো উদ্দেশ্য স্পষ্ট। ১. প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার **মর্মমূল** থেকে, মূল কেন্দ্র থেকে সুবিমল মিশ্র নামটিকে হটিয়ে দেওয়া। সোজা পথে সেটা সম্ভব নয়, ৩০ বছরের সাধনার জীবনে তিনি যে প্রতিষ্ঠানের কাগজে একটি অক্ষরও লেখেননি, সমস্ত কাজকর্মর মধ্যে তিনি যে একটি প্রতিবাদের মাত্রা বজায় রেখেছেন সেটাকে এত সহজে অস্বীকার করা যায় না। তাই এরা ছলে বলে কৌশলে তাঁর চরিত্র হননের পথ বেছে নিয়েছে। এইভাবে কিস্তি মাৎ করতে পারলে সুবিমলের বদলে তাদের নিজেদের বাংলা বাজারে একমাত্র প্রতিষ্ঠানবিরোধী হিসাবে স্বীকৃতি এসে যাবে বলে তারা মনে করে। ২. বাংলাদেশে সুবিমলের এক ব্যাপক পাঠক গোষ্ঠী আছে, তারা সুবিমলকে যথেষ্ট সম্মান দেয়, শ্রদ্ধা করে। এদেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠানবিরোধী লেখক হিসেবে তাদের কাছে সুবিমলের একটা স্বীকৃতি রয়েছে। তাঁরা খুঁজেপেতে তাঁর বই কেনে, পড়ে। সপ্তাহে সপ্তাহে সুবিমলের বিরুদ্ধে অর্ধ-সত্য মেশানো কুৎসা ছাপিয়ে বাংলাদেশের শ-দেড়েক লিটল ম্যাগাজিনের ঠিকানায় নিয়মিত ও পরিকল্পনা-মাফিক পাঠিয়ে দিতে পারলে ওরা দ্বিধাগ্রস্ত হবে— ধীরে ধীরে সুবিমলের প্রতিষ্ঠানবিরোধী ইমেজটি নষ্ট হতে থাকবে সেখানে। সুবিমলকে হটিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা অনেক সহজ হয়ে যাবে তখন , বইয়ের বাজারটির দখলও পাওয়া যাবে। প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার একচ্ছত্র অধিকার তো হলই, হল ব্যাপক কমার্সও। আর সুবিমলের বিরুদ্ধে যাই লেখা হোক না কেন তাঁর তো প্রতিবাদ করার কেউ নেই। সুবিমলের হাতে কোন কাগজ নেই, আস্ত একটা সাপ্তাহিকী তো নেই-ই। সুতরাং একতরফা চরিত্র হনন চালিয়ে যাওয়ার কোন বাধাও নেই।

সেই চেষ্টায় প্রথম বাধ সাধলাম আমরা। প্ল্যান-সমস্ত ফাঁস করে দিয়ে গুটিকয়েক ঘটনা পাঠকের গোচরে আনলাম। এখন আপনারা বিচার করে দেখুন, বাজিয়ে নিন। না, আমরা না-বুঝে, না-বিচার করে আমাদের পক্ষ অবলম্বন করার কথা বলছি না। আপনারা দেখে, বুঝে, বিচার করে সিদ্ধান্ত নিন—প্রয়োজনে আমাদের বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করুন। যদি কোন কথা অস্পষ্ট থেকে থাকে, যদি দরকার হয় ভবিষ্যতে আরো প্রমাণ, আরো তথ্য আপনাদের সামনে উপস্থিত করতে পারবো, আমরা সে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

এবার আমাদের আলোচনা গুটিয়ে আনি। সব শেষের প্রশ্ন, সুবিমল মিশ্র নিজে এদের সম্বন্ধে—এইসব বীরপুঙ্গব বীরপুঙ্গবী-দের সম্বন্ধে কি অভিমত পোষণ করেন। মজার কথা যাঁর বিরুদ্ধে এদের এই অভিযোগ তিনি কখনো এদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন বোধ করেননি। সমস্ত রকম নিন্দা প্রশংসার বাইরে থেকে নিশ্চুপে নিজের কাজ করে যান তিনি। প্রশংসায় উদাসীন থাকেন, নিন্দায় টলেন না আদৌ। অনেক প্রশ্নাপ্রশ্নির পর একটা প্রশ্ন মাথা উচ্চারণ বেরোয় তাঁর মুখ থেকে, '..... এরা তো সবে কাজ করতে এসেছে .... আর এরা আমাকে হটাবে কি, কবে থেকেই তো আমি নিজের কাছে নিজেই হটে বসে আছি .... নিজেই নিজের কাছে .... ।' এরা কি এই মন্তব্যের গভীরতাটুকু বুঝতে পারবে, কখনো, কোনদিন! আলোচনা হয়তো অর্ধ-সমাপ্তই রইল। প্রতিবাদগুলিও। সুবিমলের একান্ত ডায়েরীর একটা পাতা দিয়ে আপাততঃ শেষ করছি। আগের দিন রাত্রে লেখা। তাঁর 'বইয়ের ঘরে', তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে পাওয়া। কপি করে এনেছি। তিনি, তাঁর লেখা, তাঁর ডায়েরী এইরকমই একাকার হয়ে যায়। এখানে, আমরা, আমাদের মন্তব্য, নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন।

"প্রতিষ্ঠানের বহুরূপিত্বের ধরন ধারণ, তার স্বরূপ সম্পর্কে কিছু কিছু জিজ্ঞাসা, একেবারে অন্তর্গত জিজ্ঞাসা, স্তর পরম্পরা-অন্বিত জিজ্ঞাসা, উঁকি দেয়, দিচ্ছে আজকাল। হুট করে কোন উত্তর খোঁজার চেষ্টা করিনি, উত্তর দেওয়ার তো নয়ই। আর নিজের কাছে সৎ থাকাটা আমার কাছে ভীষণ জরুরি।"

"বুকে কোন প্রতিরক্ষার বর্ম পরে থেকোনা সুবিমল, বাঁধা দিওনা, এটা জরুরী যে ওদিককার ছুরি যেন নিজেই পেয়ে যায় নিজের সঞ্চার পথ। সম্মান করতে শেখো তোমার সেইসব শত্রুকে, যারা আসলে তোমার মিত্র, যারা তোমাকে উত্যক্ত করে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখায় প্রশস্ত করে নিরন্তর। যারা তোমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বর্ধিত করে, উন্নীত করে। রক্তের অন্তিম প্রয়োজনে তোমার ভূমিকায় ভরে উঠুক ঝুঁকে-থাকা আসন্নতাটুকু, আক্রমণের ধাতবতা যন্ত্রণার বিষে হয়ে উঠুক স্থিরতায় অস্থির। হে তৃষ্ণাতুরা অনিবার্যতা, তোমাকে রক্তাক্ত প্রণাম করতে শিখুক সুবিমল, তার জীবনের নীলকণ্ঠটুকু হয়ে উঠুক এক সর্বস্বপণকরা মানুষের পথান্বেষণ ও জলতৃষ্ণার বিবরণ। কিন্তু মামুলি। মামুলি ও স্বনির্বাচিত। হে শত্রুতার কালচে-সোনালী, চরিত্র-হননের চরিত্র, তুমিই একমাত্র মিত্রতার ভান নও, তোমাকে স্বাগত, তোমাকে প্রণাম।"□

সুজয় মোদক

একটি অশিষ্ট প্রতিবাদ ঃ সুবিমল মিশ্রকে খিস্তির জবাবে

'অনেক বাঁটকো দেঁড়েল আমাদের ঠেক নিয়ে ওস্সাও করেছেন বহোৎ , তাদের ধরে দাঁড়ি কামিয়ে দেওয়ার জন্য গ্রাফিত্তি ঠিক সময় মতো আমন্ত্রণ লিপি পৌঁছে দেবে জনে জনে। .. আমার খুব ইচ্ছে করছিল বলতে তোমরা কি ছিঁড়েছো হে। এ ন্যাকা বোকা লেখাপত্রের থেকে স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে প্যান্ট নামিয়ে যদি বালটাও ছিঁড়তে পারতো তো ক্ষমতা বুঝতাম। .. কোনটা প্রাতিষ্ঠানিক আর কোনটা নয় সেটা কাজ দেখে টের পাও। পারবে নাকো বাল ছিঁড়তে, উঠে পড়েছে ভোর থাকতে করে তো কোন লাভ নেই আর ওসব আতুপুতু চিৎকার প্রচুর শুনেছি এসব অশিক্ষিত, মাগিবাজ, ঢ্যামনা, গায়েগতরে মালগুলো ঠ্যাং চেপে ধরলে সব বাকতাল্লা থেমে যাবে' — গ্রাফিত্তি, ১লা জুন ১৯৯৬

প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার নামে সুবিমল বিরোধিতা করতে গিয়ে তথাকথিত প্রতিষ্ঠান বিরোধীরা যে ভাষায় নেমে এসেছেন এটি তার একটি নমুনা মাত্র। এইরকম ভাষায় এইসব প্রতিষ্ঠান বিরোধীরা প্রায়ই লিখে থাকেন সুবিমলের বিরুদ্ধে। এদের প্রকাশিত ৯৬ এর বই মেলা দৈনিকেও ঠিক এইভাষা, 'বাঁটকো', 'দেঁড়েল'-প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন সুবিমলের সম্পর্কে। বলা বাহুল্য সুবিমল মিশ্র চেহারায় খাটো এবং বছর কয়েক ধরে তিনি দাড়ি রাখছেন।

একথা স্পষ্ট করে জানিয়ে রাখা ভাল সুবিমলবাবুর সবকিছুই আমার পছন্দ নয়, তাঁর প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা সম্পর্কেও কিছু কিছু বলেছি এলেখায়। কিন্তু তাঁর সততা সম্পর্কে আমি শতকরা ১০০ ভাগই শ্রদ্ধাশীল।

তাঁর সঙ্গে আমি differ করতে পারি কিন্তু অশ্রদ্ধা করতে পারিনা, খিস্তিখেউড় করতে পারিনা, যেটা এই নব্বই দশকের শেষপাদে কোন কোন স্বঘোষিত প্রতিষ্ঠান বিরোধী শুরু করেছে। লক্ষ্য করার ব্যাপার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এদের তেমন কোন উচ্চবাচ্য নেই, সমস্ত আক্রমণটাই সুবিমলের বিরুদ্ধে, যেটা একসঙ্গে হাস্যকর ও দুঃখের। ৩০ বছর ধরে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সুবিমলের নিরন্তর সংগ্রামের কথা, একক সংগ্রামের কথা এরা একবারও উচ্চারণ করে না, তা হলে যে ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়বে, প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার শ্লোগান এখন বাজারে খাচ্ছে বলেই এদের একমাত্র উদ্দেশ্য এই বাজার দখল করা। কোনরকম কোন সংগ্রাম নেই, নিজেকে বিপন্ন করে কোন প্রতিবাদ নেই শুধু প্রতিষ্ঠানবিরোধিতাকে ধ্বজা করে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা। আর প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা ও সুবিমল মিশ্র যেহেতু এখন সমার্থক শব্দ তাই বাজার দখল করতে গেলে সুবিমল মিশ্রকেই খেস্তাখেস্তি করতে হয়, পথের কাঁটা এই পিলারটিকে ছলে বলে কৌশলে উপড়ে ফেলতে হয়। এরা ভুলে যাচ্ছে, যে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে এরা সুবিমলকে খিস্তি মারছে সেই মাটিটুকুও সুবিমলের নিজের — একেবারে নিজের শ্রমে তৈরী। স্পষ্ট বলে রাখি কারোর বা কোন শিবিরের প্রতি কুৎসা করার জন্য নয়, সেটা আমার রুচিতে বাঁধে, বরং কুৎসার জবাব দেবার একধরনের দায়িত্ব থেকেই আমার প্রবন্ধের এই অংশের অবতারণা।

এদের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা সম্পর্কে বোধোদয় হয়েছে এইভাবে (গ্রাফিত্তি-ম্যাডাম শর্মী পান্ডের কাগজ 'অর্বাচীন'—'শিলাবৃষ্টি -৯৭ সংখ্যা') —

> "প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা বা প্রতিষ্ঠা বিরোধিতা উস্কে দেয় আপনাকে নিজের বিরুদ্ধে ভাবার জন্যও শুধু আনন্দবাজার বা দেশ নয়। কারণ নিজেকে আক্রমণের অর্থই ভাষাকে আক্রমণ। নিজের অবস্থানের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে এই এগোনো, এই চিৎকার। নিজেকে চিহ্নিত করার এই উপায়, নিজেকে নিজে নির্বাসন দেওয়ার মতো কোনো কিছু।"

এখন এর মধ্যে কোন্ কথাটা নতুন যা সুবিমল মিশ্র এর আগে বলেনি? ওনারা ওঁদের অরিজিন্যালিটি প্রমাণ করুন, আমাদের চ্যালেঞ্জ রইল। প্রয়োজনে সুবিমল মিশ্রের সেই বেদ-প্রতীম গ্রন্থটি, 'সুবিমলের বিরুদ্ধে সুবিমল এবং উস্কানিমূলক অনেককিছুই আপাতভাবে'-র পাতা খুলে খুলে আমাদের চ্যালেঞ্জের সত্যতা আমরা প্রমাণ করতে পারবো।

আসলে সুবিমলবাবু নিজের অজ্ঞাতে কিছু জারজ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, যারা আজ পিতৃহত্যা করতে উদ্যত। সুবিমলের আশ্রয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, সুবিমলের ছায়ায় বড় হয়ে উঠে এরা এখন প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার নামে সুবিমল বিরোধিতা সুরু করেছে। প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার মূল দৃষ্টিভঙ্গীটুকু ঢেকে যাচ্ছে এইসব অন্তঃসারশূন্য খেউড় মালায়, যা হয়ে দাঁড়াতে পারতো প্রবল স্রোতা, আজকে তা মরানদীর সোঁতা। এক সুবিমল বিরোধিতা ছাড়া এরা আজপর্যন্ত কিছু করে দেখাতে পারল না; নিজেকে বিপন্ন করে, স্পষ্ট নাম উল্লেখ করে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে একটা আস্ত লেখা পর্যন্ত এদের নেই। তবে এখনো কিছু হয়নি সুবিমলবাবু, লক্ষ্য রাখুন এর পরই এরা আসল খেল শুরু করবে, নিজের নামে, বৌয়ের নামে বেনামে গুচ্ছের পত্রিকা আছে এদের, বাপের প্রচুর টাকা আছে, শুরু হবে হপ্তায় হপ্তায় মিথ্যাকে, অর্ধ-সত্যকে সত্য বলে চালানোর খেল, এবং তা হবে প্রথমে যে ভাষাটির নমুনা দেওয়া হল সেই ভাষাতেই। যে-ভাষাটি 'তথাকথিত প্রতিষ্ঠান বিরোধিদের' সমালোচনা-ভাষার একটা landmark হয়ে থাকল। কোন কিছু করেই তো আপনাকে টলানো যাবেনা, নামাতে পারবেনা তরজার আসরে — ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বুঝেছি শুধু মুখ বুঁজে নিজের কাজটি করে যাবেন, করে যেতে চাইবেন। কিন্তু আমরা? সুবিমল মিশ্রকে খিস্তি দেওয়া মানে তো আমাদেরও খিস্তি দেওয়া — আমরা ৯-এর দশকের ইয়ং জেনারেশান যারা অন্যরকম কিছু ভাবি, ভাবার চেষ্টা করি তাদের খিস্তি দেওয়া। আমরা কি চুপ করে থাকব? আমাদের খেয়াল রাখতে হবে কোনঠাসা কুকুর বিপজ্জনক, ভীষণভাবেই বিপজ্জনক। (লেখকের একটি দীর্ঘ আলোচনার অংশ) □

সম্পাদনা সহযোগিতা : নিখিল দাস, বিশ্ব মন্ডল, সুজয় মোদক, কল্যানপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

অ - য়ে অজগর পত্রিকার প্রস্তুতি সংখ্যা হিসেবে ১২৫, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, কলকাতা - ৪৭ থেকে বিপ্লব নায়ক কর্তৃক আয়োজিত, সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বিনিময় : কিছু খুচরো পয়সা - পঁচিশ, পঞ্চাশ-সর্বাধিক এক টাকা।